২৭-০৮-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতে চলে জ্ঞানের চন্দন ঘর্ষণ করা বা পবিত্র হওয়াই হলো স্বরাজ্য নেওয়া, তোমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করলে সূর্যবংশী ঘরানার তিলক প্রাপ্ত করবে"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, তোমাদের রাখী কে বাঁধে, তিলক দান কে করে আর মুখমিষ্টি করার অনুষ্ঠান কেন ?

উত্তর : - তোমাদের বড় মা (ব্রহ্মা মা) রাখী বাঁধে, পবিত্র বানায়, তোমরা যখন পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করো তখন বাবা স্বরাজ্যের টীকা দেন । মুখ মিষ্টি করা অর্থাৎ সর্ব বরদান দিয়ে দেওয়া । বাবা স্বরাজ্যের তিলকের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব বরদানও দিয়েছেন, এই নিয়মের স্মরণও চলে আসছে ।

গীত : - এদিকে প্রেম আর ওদিকে সারা দুনিয়া, যাব কোন্ দিকে, মন বলে চল্ পিয়া যেদিকে

ওম্ শান্তি । ভগবান উবাচঃ । আচ্ছা, ভগবানের নাম চাই কেননা ভগবানের একটাই নাম হয় । মানুষের তো অনেক নাম হয় । শরীর ধারণের সঙ্গে সঙ্গে নামের পরিবর্তন হয় । শরীর তো অবশ্যই সকলের আছে আর তা জন্ম - মরণেও আসে । তাই অনেক নাম হয় । প্রেমও অনেকের সঙ্গেই হয় । কাকা, মামা, গুরু - গোঁসাই আদি অনেকের সঙ্গেই ভালোবাসা তৈরী হয় । কতো সম্বন্ধী । এখন এই সম্বন্ধ তো হলো এক । ওই অনেক সম্বন্ধ তো নীচে নিয়ে আসে, ফেলেও দিতে থাকে । এই একই সম্বন্ধ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু । ইনি উঁচুতেই নিয়ে যান । এখন তোমাদের জীবাত্মাদের পরমাত্মার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ তৈরী হয়েছে । উঁনি তোমাদের অনেক উঁচুতে নিয়ে যান । তিনি পরমধামেই থাকেন । এ তো নিশ্চিত, তাই না ? যদি বলো যে জানি না, তাহলে তোমরা এলে কোথা থেকে ? তোমরা তো উপর থেকেই এসেছো, তাই না । তোমরাও প্রকৃতপক্ষে উঁচুর থেকে উঁচু পরমধামে, মূলবতনে থাকো, মাঝে আছে সুক্ষ্ম বতন আর এ হলো স্থূল বতন । বরাবর তোমরা ওখান থেকেই এসেছো । তোমরাও বিভিন্ন নাম - রূপ নাও । এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো, এখন আবার ফিরে যেতে হবে । এখন তোমাদের প্রেম হলো বাবার সঙ্গে । তোমরা জানো যে তোমরা মাতা - পিতার সামনে বসে আছো । তোমরা এও জানো যে তোমরা মাতা - পিতার সামনে বসে আছো । এও জানো যে, তিনি প্রথমে আমাদের পবিত্রতার রাখী বাঁধেন । বাবা বলেন যে - হে বাচ্চারা, এই কাম মহাশত্রুকে জয় করো বা মায়া রাবণকে জয় করো, এরজন্যই পুরুষার্থ করতে হবে । এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই । অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন যে, আমি ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের রাখী বাঁধি । একে বলা হয় রাখী বন্ধনের উৎসব, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করার উৎসব । এরপর কি হবে ? আমি স্বরাজ্য পাওয়ার টীকা দেবো । এই বাবা তোমাদের সামনে বসে আছে । তোমরা জানো যে, এই পবিত্রতার জন্য কষ্ট সহ্য করতে হয় । তোমাদের মিত্র - সম্বন্ধী সকলেই শত্রু হয়ে যায় । বাবা তোমাদের ডায়রেক্ট বলেন - বাচ্চারা, পবিত্র হও । বেহদের বাবা, শিববাবা এসে তোমাদের সত্য স্বরাজ্য দেন । আত্মারা রাজত্ব পায় । এখন আত্মারা রাজত্বহীন।

রাখী পর্বকে রাখী উৎসব বলা হবে না । এখন উৎসবে তো অনেক বাহ্যিক আড়ম্বর । এই পবিত্রতার রাখী বাঁধার জন্য কোনো খরচ করার ব্যাপার নেই । বাবা নিজেই বলেন - বাচ্চারা, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, তারপর তোমরা স্বরাজ্য পাবে । বাবা বসেই স্বরাজ্যের তিলক দেন । বাচ্চাদের বাবাই

সাক্ষাৎকার করিয়েছেন - ওখানে বাবা কিভাবে বাচ্চাদের তিলকদান করে আসনে বসান । তাই যারা সূর্যবংশীর হবে, তারাই গদিতে বসবে । মা - বাবাই বাচ্চাদের রাজ্য - ভাগ্য দেন । তাঁরা বুঝতে পারেন যে বাচ্চাই সিংহাসনের উপযুক্ত হবে । এই বাবাও নিজে এসে আত্মাদের জ্ঞান - অমৃতের দ্বারা স্বচ্ছ করেন । জ্ঞান - অমৃত কোনো জল নয় । বাবা বলেন যে, তোমরা ৬৩ জন্ম বিষয় সাগরে ধাক্কা খেয়েছো । হারানিধি বাচ্চারা, তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন এই অন্তিম জন্মে তোমরাও পবিত্র হও । আমার মতে চলো । তোমরা তো বাবার কাছে স্বরাজ্যের জন্য এসেছো । রাজার কাছে যখন বাচ্চা আসে তখন মনে করতে হবে যে আমি রাজত্ব পাবো কিন্তু একে কোনো স্বরাজ্য বলা হয় না । স্ব অর্থ আত্মা । আত্মারাই তো রাজ্য পায় কিন্তু এই জ্ঞান নেই যে আমরা আত্মারা যুবরাজের শরীর ধারণ করেছি মহারাজা - মহারাণী হওয়ার জন্য । তিলকের উৎসবেরও গায়ন আছে । বাচ্চারা যদি জ্ঞান চন্দন ঘর্ষণ করে, পবিত্র থাকে , শ্রীমতে চলে তাহলে বাবা তিলক লাগাবেন । বাবা তো নিজে রাজ্য নেন না, নিজে গদিতেও বসেন না । এমন বাবা কোথাও দেখেছো যিনি বাচ্চাদের গদিতে বসান কিন্তু নিজে বসেন না ?

এই ব্রহ্মাও পুরুষার্থী । শিববাবা পুরুষার্থ করান । ইনি নিজের কোনো জাহির করেন না । শিববাবা এসে এনাকেও হীরের মতো বানান । তাই মুখ্য কথাই হলো পবিত্র থাকা । যদিও ঘরে একসাথে থাকো কিন্তু পবিত্র থাকো । বাবা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন । যজ্ঞ সবসময় ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচিত হয় । শ্রীকৃষ্ণ বলবেন যে, আমি যজ্ঞ রচনা করি, এ হতে পারে না । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী । তোমরা শ্রীমতে চলছো । ব্রহ্মাকে শ্রী বলতে পারো না । এখানে তো আত্মা এবং শরীর দুইই পতিত । তোমরা এখন শ্রী তৈরী হচ্ছ । এখন তোমাদের শ্রী বলা যাবে না । এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছো । উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এসেই তোমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো শ্রেষ্ঠ বানান । তোমাদের এমন শ্রেষ্ঠ ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে । বাবা জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার নেশা আছে নাকি রাম - সীতা হওয়ার নেশা আছে ? তোমরা বলবে লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার নেশা । আমরা তো সূর্যবংশী হবো । দুই কলা কম করে আমরা চন্দ্রবংশী কেন হবো ? আমরা তো নারায়ণ বা লক্ষ্মীকে বরণ করবো । তোমাদের মাম্মা এবং বাবাও সূর্যবংশী হবে । জগদম্বা এবং জগত পিতা দুজনেই সূর্যবংশী হবে তাই তোমরা তাঁদের সন্তান যারা মাম্মা - বাবা বলো, তোমাদেরও পুরুষার্থ করা উচিত । বাবা যেমন তিলক লাগান তেমন মুখ মিষ্টিও করান অর্থাত্ তোমাদের বরদান দেন । বিজয়ের তিলক লাগিয়ে বরদান দেন যে, তোমরা সর্বদা এমন স্বরাজ্য পাবে । যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা রাজ্য - ভাগ্য ভোগ করে । পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা একবারই রাজ্য স্থাপন হয় । এ হলো অলমাইটি অথরিটি রাজ্য । নির্বিকারী দুনিয়ারও গায়ন আছে । সর্বগুণ সম্পন্ন,১৬ কলা সম্পূর্ণ, মর্যাদা পুরুষোত্তম দেবতারা কখনোই কাম কাটারির দ্বারা হিংসা করতেন না । ৬৩ জন্ম তো তোমরা একে অপরের প্রতি কাম কাটারি চালিয়ে এসেছো । অমরলোকে কাম কাটারি থাকে না । এখানে কাম কাটারিতে তোমরা পতিত হতে হতে তমোপ্রধান হয়ে গেছো ।

এখন বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, বরাবর বাবাই স্বর্গের স্থাপনা করেন । তিনি এই ভারতেই জন্ম নেন । বাবা এখন বৈকুন্ঠের উপহার নিয়ে এসেছেন । অর্ধকল্প তোমরা কান্নাকাটি করেছো - ও গড ফাদার, দয়া করো, করুণা করো । ভক্তিমার্গে তো এমন গাওয়া হয় । সত্যযুগে তোমরা থোড়াই কান্নাকাটি করবে । সেখানে তো সর্বদাই সুখ । দুঃখের সময় সবাই স্মরণ করে, আর সুখের সময় কেউই স্মরণ করে না । অনেক প্রকারের দুঃখই তো আছে । দেউলিয়া হয়ে গেলে কতো দুঃখ হয় ।

রোগভোগের সময় কতো দুঃখ হয় । স্বর্গে দুঃখের নামমাত্র নেই । বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের রাজ্য – ভাগ্যের তিলক দেন । এ হলো দুঃখধাম আর সে হলো সুখধাম । শান্তিধামে তো আত্মা কিছুই বলে না । এখানে আওয়াজের দুনিয়ায় আসে । তোমাদের স্বধর্মই হলো শান্তি । এখন তোমরা সুখ – শান্তির স্বরাজ্য পাচ্ছো । তাই বাবার সন্তান হয়ে তোমাদের শ্রীমতে চলা উচিত । পড়ার সময় সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন পড়াতে দিতে হয় । পড়ার সময় কোনো ব্যর্থ কথার বর্ণনা করা উচিত নয় । যদি কেউ উল্টাপাল্টা বলে তাহলে বলবে – অ্যাটেনশন প্লিজ । তাই বাবা বাচ্চাদের বলেন, তোমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় । বাইরে যারা ধাক্কা খায় তাদের খেয়াল এদিক – ওদিক দৌড়াতে থাকে । তারা ভাবে, ছুটি হলেই ঘরে চলে যাবে । এখন বাচ্চারা তোমাদের পড়তে আর পড়াতে হবে । ব্রাহ্মণদের কাজই হলো গীতা শোনানো । ওই ব্রাহ্মণরাও গীতা শুনিয়ে শরীর নির্বাহ করে । তোমাদেরও এমন বলা হয় যে, গৃহস্থ জীবনে থেকেকমল ফুলের সমান পবিত্র থাকতে হবে । প্রতিজ্ঞা করতে হবে – এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকবো । এই অপবিত্র দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা এই বিনাশের তৈরীও দেখছো । হোলিকা জ্বালানো হবে । বাস্তবে এ সবই এই সময়ের উৎসব । বাবা তোমাদের তিলক দান করেন । তোমাদের বুদ্ধি বলে যে – বাবা আমাদের এই বিশ্বের সত্যযুগের মালিক বানানোর জন্য পড়ান অথবা তোমরা স্বরাজ্যের তিলক পাও । বাবাই তোমাদের তিলক দান করেন । এখানে তো তোমরা সামনে বসে আছো । যারা পবিত্র থাকবে তারাই রাজ্য – ভাগ্য পাবে । রাখীর গুরুত্বও অনেক বড় । বলা হয় – বোন ভাইকে তিলক পড়িয়ে রাখী বাঁধে । তাই বোনের ভাইদের তিলক দান করবে, রাখী বাঁধবে আবার মুখ মিষ্টিও করাবে । এই উৎসব কোথা থেকে শুরু হয়েছে ? সঙ্গম যুগ থেকে, যখন পরমপিতা পরমাত্মা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান । শিবরাত্রিরও উৎসব আছে, তারপর রাখীর উৎসব, তারপর দশহরা, এরপর দীপাবলী আর নবরাত্রির উৎসব – এই সমস্ত উৎসব চলে আসছে । তোমরা তো খুশী হয় । দশহরা অর্থাত্ বিনাশের পরে আবার দীপাবলী আসবে । ঘরে – ঘরে স্বর্গ হবে ।

তোমরা শিববাবার, ব্রহ্মা – বিষ্ণু – শঙ্করের, লক্ষ্মী – নারায়ণের, সকলের জীবন কাহিনীই বলতে পারো । তোমরা সম্পূর্ণ চক্রকে জানো । রাম – সীতাকেও তোমরা জানো, তাঁরা পাস করতে পারে নি তাই কম নম্বর পেয়েছেন । বাকি আট বা দশটা হাত কারোর হয় না । মানুষ বসে কতো চিত্র বানিয়েছে । একে বলা হয় সময় নষ্ট করা, অর্থ অপচয় করা, এনার্জিও নষ্ট করা । এখন তোমরা জানো যে – আমরা এসেছি স্বরাজ্যের অবিনাশী বর্সা নিতে । মাতা – পিতা যখন চলছে তখন আমরা কেন শ্রীমতে চলবো না ? এ তো বোঝার মতো কথা । বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা । তিনি তো বেহদের বাবা । তিনি কতো সন্তান দত্তক নেন । তিনি তো প্রজাপিতা, তাই না । ওই লৌকিক বাবা তো খুব বেশী হলে একটি বাচ্চা দত্তক নিতে পারেন । তাকে তো প্রজাপিতা বলা হবে না । কেউ কেউ এমনও আছে যে, দত্তক নেয়, সন্তান হয়ে যায় তখন সেই সন্তানের উপর খুব বেশী ভালোবাসা এসে যায় কিন্তু যখন তাদের নিজের সন্তান হয় তখন আবার তাকে বেশী ভালোবাসে । দত্তক সন্তানের উপর ভালোবাসা কম হয়ে যায় । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা ঈশ্বরের কোলে যাচ্ছি । ঈশ্বর আমাদের পবিত্রতার তিলক লাগাবেন । তোমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করো, বাবা, তুমি এসেছো, আমরা তোমার সুপুত্র সন্তান হয়ে, পবিত্র হয়ে তোমার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নেবো ।

এখন সকলেরই অন্তিম সময় । পাপের হিসেব – নিকেশ শোধ করে পুণ্য জমা করতে হবে । তা বাবার স্মরণেই জমা হয় । যত তোমরা স্মরণ করতে থাকবে আর অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকবে ততই খাতা জমা হবে । যত সেবা করবে ততই জমা হবে । এই জমা হতে হতেই রাজধানী তৈরী হয়ে যাবে । আট হলো মুখ্য রত্ন । এই আট রত্নের গয়নাও বানানো হয় । দেবীদের সাথে দেবতারাও থাকবে, তাই না কিন্তু মায়েদের অধিকত্বের কারণে অধিকভাবে দেবীদের পূজা হয় । আচ্ছা, রাখী কে বাঁধে ? শিববাবা স্বয়ং তোমাদের সামনে বসে আছে । তাই শিববাবা রাখীও বাঁধেন, তিলকও দেন আবার মুখও মিষ্টি করাবেন । এর অর্থ তোমরা ভবিষ্যতে সদা সুখী থাকবে । তোমরাও তো বাবাকে উপহার দাও ? কোন উপহার দাও ? তোমাদের নিজেদের সবকিছু । তাই বাবা বলেন – আমিও তোমাদের ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা দিই, এ তো দেওয়া – নেওয়ার হিসেব । বাবা হলেন সওদাগর । তিনি কি নেন আর কি দেন ? তারা ভাবে যে, আমরা ভগবানের নামে অর্থ দান করে থাকি, কেননা তারা জানে, ভগবান এর পরিবর্তে তাদের কিছু দেন । বাবা বলেন যে, ভক্তিমার্গেও আমি তোমাদের দিয়ে থাকি । এখন আমি তোমাদের ডায়রেক্ট দিই । আমি তোমাদের কতো অবিনাশী রত্নের দান দিই । তোমরাও তা অন্যকে দান করো । তোমরা তো সকলেই ভাই – ভাই, তোমাদের এই বড় মা (ব্রহ্মা) রাখী বাঁধেন । বাবা তোমাদের তিলক দান করেন । এই মাতা – পিতা দুজনেই একসঙ্গে আছেন । মা রাখী বাঁধে আর বাবা তোমাদের তিলক দান করেন, তখন তোমরা রাজা – রাণী হয়ে যাবে । তোমাদের প্রেম সেই পরমাত্মার সঙ্গে যিনি ভারতবাসীদের তিলক দান করতে এসেছেন । ভারতকে কে স্বর্গ বানিয়েছিলো ? বাবা তো এসেছেন, তাই না ? শ্রীকৃষ্ণ হলেন এক নম্বর রচনা এবং শিববাবা হলেন এক নম্বর রচয়িতা । তাই বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ নখ থেকে চুল পর্যন্ত থাকা চাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মনের প্রেম একমাত্র বাবার সঙ্গেই রাখতে হবে, দেহধারীদের সঙ্গে নয় কেননা সর্ব সম্বন্ধী হলেন একমাত্র বাবা ।

২) পড়ার সময় নিজের সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন পড়াতে দিতে হবে, ব্যর্থ কথার বর্ণন – চিন্তন করবে না । বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করবে না ।

বরদান :-- নিজের শুভ চিন্তনের দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী করে সদা সহযোগী সন্তুষ্ট আত্মা ভব

যদি কোনো কারণে পরিবেশ উপর নীচে হয়, তখন সহযোগী আত্মাদের কাজ হলো বিচলিত না হয়ে পরিবেশকে শক্তিশালী করাতে সহযোগী হওয়া । সদা সহযোগী অর্থাত্ সদা সন্তুষ্ট । এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয় । কোনো সঙ্কল্প এলে ওপরে তাঁকে দিয়ে নিঃসঙ্কল্প হয়ে যাও । স্ব উন্নতি আর সেবার উন্নতির জন্য ব্যস্ত থাকো । শুভ ভাবনার দ্বারা যে শুভ সঙ্কল্প রাখবে, তা অবশ্যই পূরণ হবে আর তারজন্য অবস্থা যেন একরস হয় আর চিন্তন যেন শুভ হয় ।

স্লোগান : – সবথেকে বড় ধনবান তিনিই, যার কাছে পবিত্রতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে ।